দৈনিক বাংলা

011

তারিখ 09 JAN 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

ছেলেদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা

আসন কম ছাত্র বেশী অনুরোধের চাপ

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজধানীর বয়েজ স্কুলগুলিতে গতকাল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্পসংখ্যক ভাল স্কুলে প্রতিদ্বন্দিদের সংখ্যা এবার ছিল গত বছরের চেয়ে বেশি।

সন্তানকে ভালো স্কুলে পড়ানোর বিষয়টি এখন ভাগ্যের হাতে। অভিভাবকদের মধ্যে উৎকন্ঠা, অনিশ্চয়তা বোধ বাড়ছে।

গতকাল ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর বেশির ভাগ স্কুলেই ভর্তি পরীক্ষাপর্ব সম্পন্ন হল। যদিও কিছুদিন আগে ডিডিপিআই অফিসে অনুষ্ঠিত প্রধান শিক্ষকদের বৈঠকে ৮ ও ৯ই জানুয়ারী একযোগে ছাত্রী ও ছাত্রদের পরীক্ষা নেয়ার কথা ছিল. কিন্তু কার্যত তা সর্বাংশে মেনে চলা হয়নি। কিছু বেসরকারী

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ

আসন কম

(১ম পৃঃ পর)

স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়ে গেছে আগেই। কিছু স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এখনো বাকী। কয়েকটি বেসরকারী স্কুল ভর্তি পরীক্ষা নেবে সরকারী স্কুলগুলিতে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর।

রাজধানী ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে আসন ৮০টি। প্রতিদ্বন্দিতা করেছে ৮৫০ জন। ষষ্ঠ শ্রেণীর ৪৫টি আসনের জন্যে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ৪৫০ জন ছাত্র।

বেসরকারী পর্যায়ে ভাল স্কুল বলে পরিচিত মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি। গতকাল অনুষ্ঠিত তৃতীয় শ্রেণীর ২৫টি আসনের (বালক-বালিকা) জন্যে পরীক্ষায় বসেছিল সাতশ জন। পঞ্চম শ্রেণীতে ৫৫টি আসনের (বালক-বালিকা) জন্যে পরীক্ষা দেয় ৫৯৫ জন। নবম শ্রেণীতে ছেলে মেয়েদের ১৫টি আসনের জন্যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩১৬।

আজ রোববারও আইডিয়াল স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের সীট ২১০টি। ৭৯৭ জনের প্রতিদ্বন্দিতা করার কথা। সপ্তম শ্রেণীতে ছেলেদের আসন ১৫টি। ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা তিনশ। অষ্টম শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের ২৫টি সীটের জন্যে ভর্তি পরীক্ষা দেবে ৩১১ জন।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের (সরকারী) প্রধান শিক্ষক জানান: তাদের স্কুলে ভর্তিচ্ছুদের ভিড় গত বছরের চেয়ে বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩৯টি সীট। পরীক্ষা দিয়েছে তিনশ পাঁচজন। তৃতীয় শ্রেণীতে নেয়া হবে ৩৫ জন। ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা ছিল ২১৫। চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসগুলিতে ২৬ জন ছাত্র ভর্তি করা হবে। প্রতিদ্বন্দীর সংখ্যা চারশ।

এক সময়ের বিখ্যাত স্কুল (বেসরকারী) পোগোজ হাইস্কুলে গতকাল ভর্তি পরীক্ষা হয়। আগামী ২৫শে জানুয়ারী আবার ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। ততদিনে সরকারী স্কুলগুলির ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে। জানালেন প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জুলফা। পোগোজ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে সীট ৩০টি। পরীক্ষা দিয়েছে ৪২ জন। পঞ্চম শ্রেণীতে দশটি আসনের বিপরীতে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা ছিল ৪২। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে ৮০ জন গতকাল ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ১৪৫ জন।

মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে
[illegible]০ জন [illegible] ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৩৫ জন

মতই। তবে এবার অনুরোধের চাপ বেশি। মতিঝিল মডেল স্কুলে (বেসরকারী) শুধুমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। দেড়শ আসনের জন্যে পরীক্ষার্থী ছিল শ চারেক।

আর্মানীটোলা সরকারী উচ্চ
বালক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর
ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা বেশি। ১৫টি
আসনের জন্যে পরীক্ষা দেয় ২৫৩
জন, অন্যান্য ক্লাসের আসন ও
ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা হচ্ছে তৃতীয়
শ্রেণী সীট একশ. ভর্তিচ্ছু ৩৫৩
অষ্টম শ্রেণী ১৫টি আসন. পরীক্ষা
দিয়েছে ৮২ জন. নবম শ্রেণী ২০টি
আসন ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা ৬৫
বেসরকারী স্কুল আহমদ বাও-
য়ানী একাডেমীতে শুধুমাত্র শিশ
শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হ
আগামী মঙ্গলবার। দুই শিফ
ছেলে ও মেয়েদের সীট ১৬০টি
ভর্তিচ্ছুদের কাছে ফরম বি
হয়েছে সাড়ে ছয়শ'রও বেশি
অন্যান্য ক্লাসে ছাত্রছাত্রী নেয়া হ
কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে ১
১৬ জানুয়ারীর দিকে।

সরকারী বিজ্ঞান কলেজে ষ
শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠি
হবে আজ রোববার। আসন সং
১০০। চারশ ভর্তিচ্ছু য
নিয়েছে।

ইসলামিয়া সরকারী হাইস্ক
ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয় তৃত
চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও ন
শ্রেণীতে। এসব ক্লাসে শ
আসন ৭২টি। ভর্তি পর
দিয়েছে ৩৭২ জন। পুরনো ঢা
বেসরকারী স্কুল ইস্টবেঙ্গলে ভ
পরীক্ষা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৫
আসনের জন্যে ৭০ জন, অ
শ্রেণীতে ২৫টি আসনের জন্যে
জন পরীক্ষা দিয়েছে। মতি
সরকারী বালক উচ্চ বিদ্য
ষষ্ঠ শ্রেণীর ৬০টি আসনে
জন, সপ্তম শ্রেণীতে ১০টি সী
বিপরীতে তিনশ জন পর
দেয়। প্রথম শ্রেণীতে ভ
পরীক্ষা নেয়া হবে আজ। অ
সংখ্যা ৭০। পরীক্ষার্থী
জন।

মহানগরীর স্কুলগুলিতে
বহু ভর্তি সংকট নিরসনের প্র
বনা সম্পর্কে অভিভাবক ও শি
মন্ডলীর সঙ্গে আলাপ করে জ
গেছে: স্কুলের সংখ্যা নগর
নেহাত কম নয়। শিক্ষার
বিচারে অনুন্নত স্কুলের সং
বেশি। সেগুলিতে শিক্ষার
উন্নয়ন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরি
সৃষ্টি, আইন শৃংখলা পরিস্থি
উন্নয়ন দরকার। এজন্যে সরক
জনসাধারণ, স্কুল কর্তৃপক্ষ, অ
ভাবক মন্ডলী, শিক্ষকবৃন্দ স
লকে সম্মিলিত উদ্যোগ নি
হবে। বেসরকারী স্কুলের উ
য়নে সরকারী অনুদান বৃদ্ধি,
দরজা ভবন সরকারী উদ্যো
নির্মাণ করে দেয়ার কথাও ব
ছেন কয়েকজন। যত্রতত্র কিন্ড
গার্টেন গড়ে তোলা এখন ব্যব
পরিণত হয়েছে। এসবের ও
সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার
[illegible] বলেছেন কয়েকজন প্রধান শিক্ষ